দৈনিক খবর

তারিখ ... ১২/১১/২০০২ইং

পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩

সরকারী আকবর আলী কলেজ

অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ শিক্ষা পরিদপ্তরে দাখিল

উল্লাপাড়া (সিরাজগঞ্জ), ১১ই নভেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।– উল্লাপাড়া সরকারী আকবর আলী কলেজের অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার, স্বেচ্ছাচারিতা, অনিয়মসহ অর্থ আত্মসাতের একটি অভিযোগ মহাপরিচালক উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর বরাবরে নির্বাচিত ছাত্র সংসদসহ বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ দাখিল করেছেন।

অভিযোগে প্রকাশ, কলেজটির উন্নয়নে সাবেক রাষ্ট্রপতি উল্লাপাড়া সফরে এসে ২ লাখ টাকা অনুদান প্রদান করেন। সরকারী নিয়মানুযায়ী উক্ত টাকা ব্যয় করা হয়নি। অধ্যক্ষ খলিলুর রহমান তালুকদার সরকারী বিধি উপেক্ষা করে নিজের খেয়াল-খুশী মতো উক্ত ২ লাখ টাকা দিয়ে কলেজের দেয়ালের কিছু অংশে ও তাহের ছাত্রাবাসে একটি আধা-পাকা ঘর নির্মাণ করেন। কোন প্রকার দরপত্র আহবান না করেই নামমাত্র একটি পকেট কমিটির মাধ্যমে কাজগুলো করা হয়। যা থেকে ব্যাপক দুর্নীতির মাধ্যমে অর্থ আত্মসাৎ করা হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

ব্যাপক দুর্নীতির ফলে দেয়ালের একটি অংশে নির্মাণের এক মাস যেতে না যেতেই সম্পূর্ণভাবে ভেঙ্গে পড়ে। বিল্ডিং ও দেয়াল নির্মাণ সামগ্রী কেনার সময়েও কোন প্রকার দরপত্র আহবান করা হয়নি। ভুয়া ভাউচার তৈরী করে নিজের ইচ্ছামত কাজ করেছেন বলে সর্বমহলে ব্যাপকভাবে সমালোচনার শিকার হলেও তাতে তিনি ভ্রূক্ষেপ করেননি।

অভিযোগে আরও প্রকাশ, জনৈক ব্যক্তির কাছে কলেজের বিরাট পুকুরটি টেন্ডারের মাধ্যমে ১ লাখ ৮০ হাজার টাকায় লিজ দেয়া হয়।। লিজের টাকা সরকারী তহবিলে জমা দেয়ার নিয়ম থাকলেও তা করা হয়নি। মিথ্যা ভাউচার দেখিয়ে অধিকাংশ টাকা খরচ করা হয়েছে। উক্ত টাকা থেকে পুকুরটি সংস্কার করার কথা থাকলেও আদৌ তা করা হয়নি। পুকুরটি সংস্কার না করায় ফুটবল মাঠের এক অংশ ও প্রধান সড়কের বিরাট অংশ ইতিমধ্যে ভেঙ্গে গিয়ে করুণ অবস্থার শিকার হয়েছে।

উক্ত অধ্যক্ষ কলেজে যোগদান করার পর পরই আসবাবপত্র কেনার জন্য স্থানীয়ভাবে স্পট কোটেশন সংগ্রহ করেন। সর্বনিম্ন দরদাতা আলম ট্রেডার্স-এর কাছ থেকে কোন প্রকার আসবাব পত্র নেয়া হয়নি। উক্ত আসবাবপত্র পরবর্তীতে কেনা হয়েছে কি-না তাও জানা যায়নি। তবে উল্লাপাড়ার কোন আসবাপত্র বিক্রেতা সরবরাহ অর্ডার আজও পাননি বলে জানা গেছে। আসবাবপত্রের জন্য বরাদ্দকৃত ৫০ হাজার টাকা স্থানীয়ভাবে সোনালী ব্যাংকের একাউন্ট নং ৫৭৮৭তে কলেজের লোকাল ফান্ড নামে জমা করে তা ইচ্ছেমতো ব্যক্তিগত কাজে ব্যয় করার অভিযোগ উঠেছে। একই পন্থায় উক্ত অধ্যক্ষ জাকির ফার্নিশার্স নামে স্পট কোটেশন

৭-এর পাতায় দেখুন